চন্দ্রকন্যা সূর্যপুত্র

Дочь Луны и сын Солнца

Сказка северных народов

На языке бенгали

Д $\frac{70801-701}{014\ (01)-76}$ 975-74

মূল রুশ থেকে অনুবাদ:
ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন:
গ. ইউদিন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

উত্তরী জাতিদের উপকথা

চন্দ্রকন্যা সূর্যপুত্র

সারা দিনমান সূর্য বার্চ বাকলের স্লেজে
চেপে পাড়ি দেয় নীল আকাশ,
নিজের রাজ্য দেখে।
সকালে তার স্লেজ টানে ভালুক,
দুপুরে মর্দা হরিণ,
বিকেলে হরিণী।
কত কাজ সূর্যের:
যাদের জন্ম হবার কথা,
তাদের প্রাণ দিতে হবে,
ফলাতে হবে গাছ-পালা,
হরিণের খাবার শ্যাওলা আর ঘাস,
আলো দিতে হবে পশু-পাখি আর
মানুষকে, যেন পুরুষ্ট হয় তারা,
বংশবৃদ্ধি করে, সূর্যের সম্পদ বাড়ায়।
সন্ধের দিকে হাঁপিয়ে পড়ে সূর্য,
নির্জীব হয়ে লুটিয়ে পড়ে
সাগরের ওপারে।
তার কোথায় একটু
জিরনো-ঘুমনোর কথা, তা না, ছেলে
সূর্যকিরণ-পেইভালকে
এসে ঝোঁক ধরে:

'বাবা, আমার এখন
বিয়ে করার সময় হয়েছে!'
যা সত্যি, তা সত্যি, —
সময় হয়েছে ঠিকই!
'তোর কনে আছে?'
'নেই। আমার সোনার
জুতো আমি মর্ত্যের কনেদের
পরিয়ে দেখেছি, কারো
মাপসই নয়। পা ওদের ভারি,
মাটি থেকে তোলা যায় না।
অথচ আমাকে উড়তে হবে আকাশে।'
সূর্য বললে, 'ওখানে
পাত্রীর খোঁজ করে লাভ নেই,
পেইভালকে। আমি চাঁদকে
বলব। শুনেছি ওর মেয়ে হয়েছে।
চাঁদ আমাদের চেয়ে গরিব বটে,
তাহলেও আমাদের মতোই তো
আকাশ পাড়ি দেয়।'
একদিন সকালে, চাঁদ যখন
আকাশে উঠেছে,
সূর্য তার কাছে গিয়ে বললে:
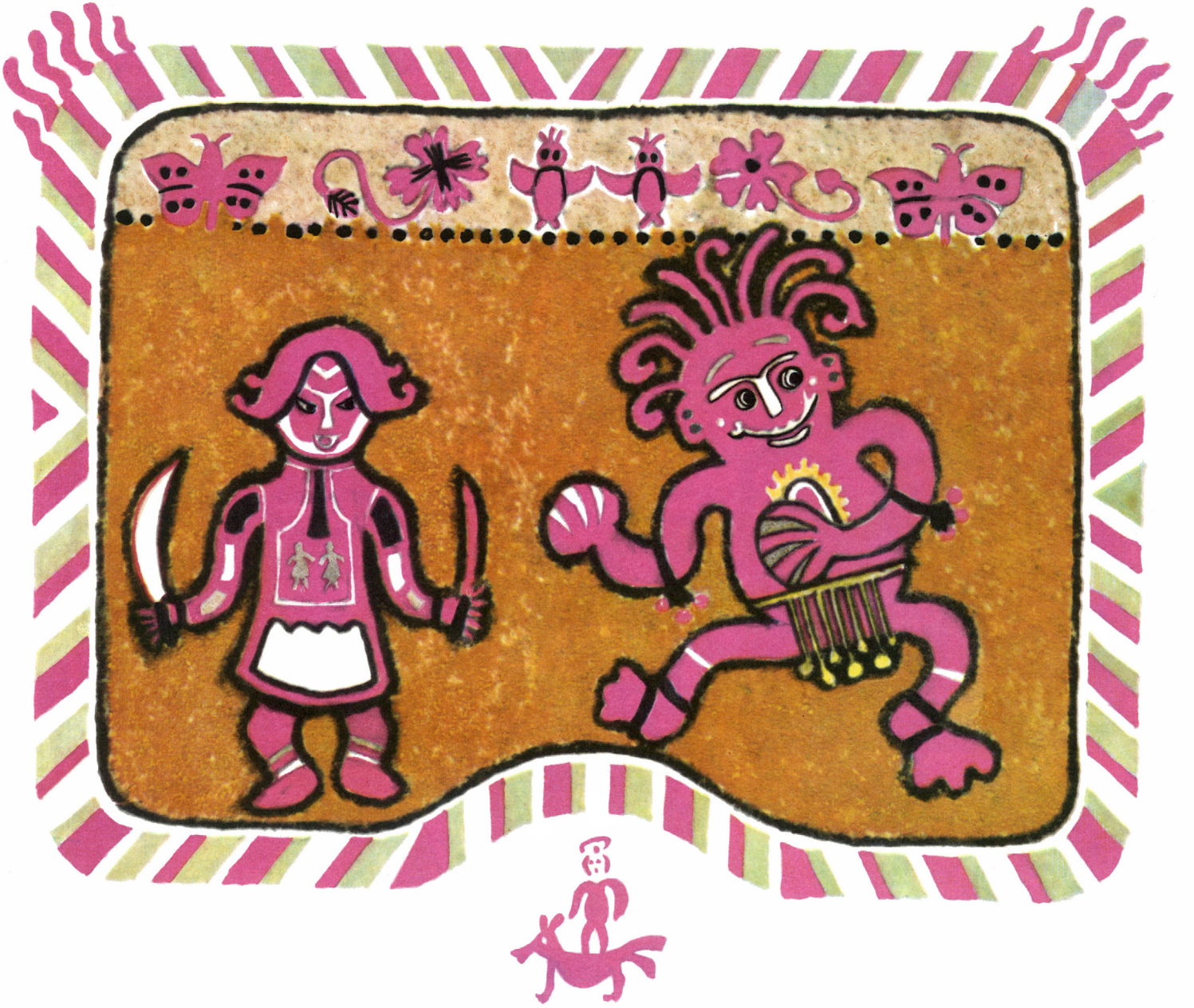
‘আচ্ছা পড়শী, তোমার
একটি সুন্দর বাড়ন্ত মেয়ে
আছে না? তার জন্যে একটি
বর ঠিক করেছি আমি,
আমার ছেলে
সূর্যকিরণ-পেইভালকে।’
মুখ আঁধার হয়ে উঠল
চাঁদ-মায়ের। বললে:
‘মেয়েটি আমার
এখনো ভারি ছোটো।
কোলে তুলে নিই, টেরই পাই না
আছে কি নেই, শুধু সামান্য
চিকচিক করে। কোথায়
এখন ওর বিয়ে!’
সূর্য বললে, ‘ভাবনা
নেই, বাড়ি আমাদের
ধন-দৌলতে ভরা। খাইয়ে-দাইয়ে
ওকে মোটা করে
তুলব। আমার পেইভালকে
একবার ওকে দেখতে দাও।’
‘উঁহুঁ, না,’ ভয় পেয়ে
চাঁদ তার মেয়েটিকে ঢেকে দিল
মেঘ দিয়ে, ‘তোমার
পেইভালকের তেজে ও পুড়ে
যাবে। আর সত্যি কথাই
তোমায় বলি, আছে ওর

বাগ্‌দত্ত —
মেরুজ্যোতি-নাইনাস।
ওই এখন সে সমুদ্রের
ওপর দিয়ে চলেছে।’
‘বটে!’ রেগে উঠল
সূর্য। ‘কী একটা আলোর
ফালির জন্যে আমাদের ফেরাচ্ছ?!
দেখছি পড়শী তুমি
ভুলে গেছ যে আমি সবাইকে
প্রাণ দিই,
আমার ঘরে ধন-দৌলত,
আমার গায়ে
শক্তি!’

‘শক্তি তোমার পড়শী
কেবল আধখানা,’ বললে চাঁদ,
‘গোধূলিতে কোথায় তুমি?
আর রাতে? লম্বা শীতকালটায়
কোথায় তোমার জোর? আর
মেরুজ্যোতি-নাইনাস শীতেও
আলো দেয়, রাতেও।’
একথায় আরো
ক্ষেপে গেল সূর্য, আগুনে
তীর ছোঁড়ে, রাগে গনগন করে,
চ্যাঁচায়, ‘যতই করো,
তোমার মেয়ের সঙ্গেই
বিয়ে দেব ছেলের!’

ডেকে উঠল বজ্র,
ঝাপট মারলে ঝড়,
ফুঁসে উঠল সাগর,
দুলে দুলে উঠল পাহাড়।
নড়বড়ে হয়ে উঠল মাটি।
হরিণের পাল ঘেঁসাঘেঁসি
করে দাঁড়াল,
মানুষ ঢুকল ঝুপড়িতে।
চাঁদ-মাও তাড়াতাড়ি গেল
রাতের আঁধারে। ভাবল:
'সূর্যের চাউনি থেকে
মেয়েটিকে দূরে
সরিয়ে রাখতে হবে দেখছি।'
হ্রদে দেখল এক ভাসমান দ্বীপ,
সেখানে থাকে বুড়ো-বুড়ি,
ভারি ভালোমানুষ।
'মেয়ের ভার দিতে হবে
এদেরই!' ভাবলে চাঁদ-মা।
দাপাদাপি করে
হয়রান হয়ে গেল সূর্য,
চুপ করে গেল বাজ,
শান্ত হয়ে এল বাতাস।
বুড়ো-বুড়ি
বনে গেল বার্চ
গাছের বাকল ছাড়াতে।
দেখে,
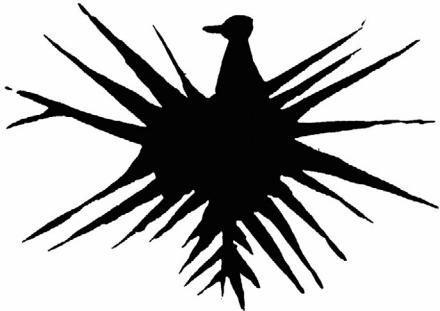
ফার গাছের ডালে ঝুলছে
রুপোলী দোলনা।
সেখানে কাউকে দেখা গেল না,
শুধু শোনা গেল
ছেলেমানুষী গলা:
‘নিয়োকিয়া — নেই আমি,
এই আছি!’
দেখে, দোলনায় একটি
শিশু, দেখতে মানুষের মতো,
কিন্তু সারা অঙ্গে জ্যোৎস্নার
আভা।
দোলনাটি বুড়ো-বুড়ি
বাড়ি নিয়ে এল, ভারি
আনন্দ যে এখন ওরা
একটি মেয়ে পেয়েছে। বড়ো করে
তুলতে লাগল তাকে।
আপন বাপের মতো বুড়োর
কথা শোনে মেয়েটি,
বুড়ির কথা শোনে যেন সে
আপন মা,
আর রাতে ঝুপড়ি
থেকে বেরিয়ে এসে মুখ
তোলে চাঁদের দিকে,
হাত বাড়িয়ে দেয়,
তখন আরো জ্বলজ্বল
করে ওঠে সে। হরিণের

চামড়া থেকে সে পর্দা আর কম্বল
সেলাই করতে শিখল,
পুঁতি আর রুপোলী
সুতো দিয়ে ফুল তুলতে।
আর খেলতে শুরু করলেই
চ্যাঁচায়, 'নিয়েকিয়া — নেই আমি!'
সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়,
শুধু পাশেই শোনা যায়
খিলখিল হাসি।
বুড়ো-বুড়ি তাই ওর নাম রাখলে নিয়েকিয়া।
বড়ো হয়ে উঠল
নিয়েকিয়া, কুমারী কন্যে।
মুখখানা তার গোল,
বেরির মতো লালচে,
চুলগুলি রুপোর সুতোর মতো,
আর নিজে তো সে
সারা অঙ্গে জ্বলজ্বল করতে থাকে।
সূর্যের কানে গেল যে
দ্বীপে আছে এক কন্যে,
দেখতে সে মর্ত্যবাসীদের মতো নয়।
ছেলে পেইভালকেকে সূর্য
পাঠাল তার কাছে।
দ্বীপে উড়ে এল পেইভালকে,
উঁকি দিলে

বুড়ো-বুড়ির ঝুপড়িতে।
নিয়েকিয়াকে দেখে ভারি
মনে ধরল তার। বললে:
‘আমার সোনার জুতো
একটু পরে দ্যাখো-না
সুন্দরী!’
রাঙা হয়ে উঠল
নিয়েকিয়া, জুতো পরে
দেখতে লাগল।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:
‘উঃ, জ্বলে যাচ্ছে,
লাগছে!’
‘ও কিছু না,’ প্রবোধ দিলে
পেইভালকে, ‘অভ্যেস
হয়ে যাবে!’
ভেবেছিল সে নিয়েকিয়াকে
আদর করবে, নিয়ে যাবে
সঙ্গে করে, কিন্তু নিয়েকিয়া
চেঁচিয়ে উঠল:
‘নেই আমি, নেই আমি,
নেই!’ বলে ঠিক ছায়ার মতো
মিলিয়ে গেল।
সোনার জুতো
পড়ে রইল চৌকাঠের কাছে।
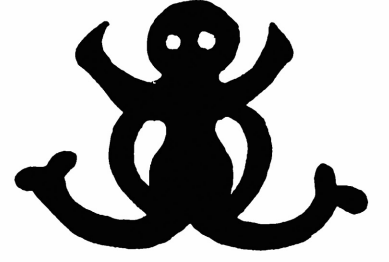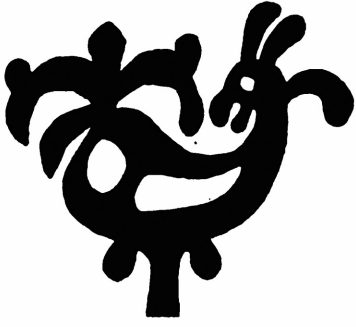
রাত পর্যন্ত নিয়েকিয়া লুকিয়ে
রইল বনে। আর আকাশে চাঁদ
উঠতে সে চাঁদের পথ ধরে চলল বন
পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, তুন্দ্রা পেরিয়ে।
চাঁদ-মা তাকে সমুদ্রের কাছে নিয়ে এসে পেঁাছে দিল
তীরের একটিমাত্র খালি বাড়িতে। ঘরে ঢুকল নিয়েকিয়া —
কেউ নেই। বাড়িটা নোংরা, অগোছালো। জল আনল নিয়েকিয়া,
ঘর-দোর ধুল, গোছাল। তারপর ঘুম পেল তার। একটা পুরনো টাকু
হয়ে গিয়ে সে দেয়ালে বিঁধে ঘুমতে লাগল। অন্ধকারে ভারি ভারি পায়ের
শব্দ কানে এল নিয়েকিয়ার। ঘরে ঢুকল রুপোর বর্ম-পরা সব যোদ্ধা।
রূপে শক্তিতে কেউ কারো কম যায় না। এরা হল মেরুজ্যোতি-ভাইয়েরা;
সবার আগে — বড়ো ভাই আর নেতা মেরুজ্যোতি-নাইনাস। নাইনাস
বললে, 'ঘর-দোর যে খুব পরিষ্কার। দেখছি, ভালো কোনো গিন্নি
এসেছে এখানে। কোথায় লুকিয়ে আছে দেখছি না, কিন্তু টের
পাচ্ছি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে।' খেতে বসল ভাইয়েরা।
খেয়ে-দেয়ে খেলতে শুরু করল, আপসে লড়াই লাগাল
নিজেদের মধ্যে। এই কখনো জাপটে ধরে, এই
আবার তরোয়াল হাঁকায়। শাদা ছটায় ঝিলিক
দেয় হাতিয়ার, লালচে মেরুজ্যোতি নাচে
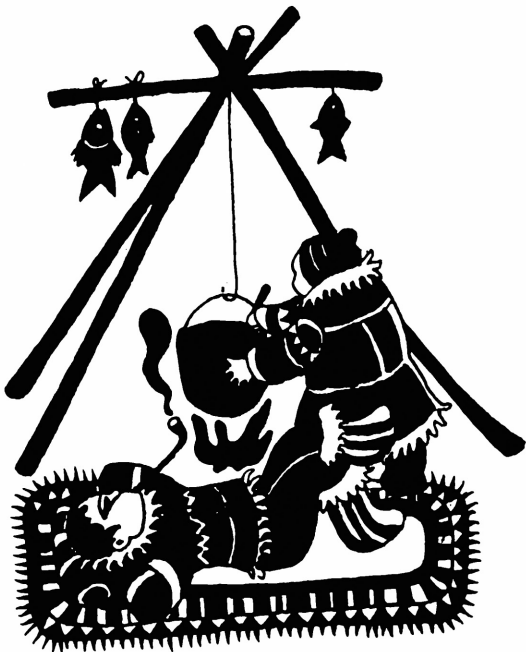
আকাশে।
আকাশ যোদ্ধার গান ধরল ভাইয়েরা,
একে একে উড়ে
গেল সবাই।
জ্বলজ্বলে ছায়া হয়ে
ঘরে রইল শুধু নাইনাস।
মিনতি করলে:
'দেখা দাও, কে তুমি!
যদি হও বুড়ি, মা বলে
ডাকব, সমবয়সী হলে
হবে আমার বোন, আর তরুণী
কুমারী হলে তোমায়
বৌ করে নেব।'
'এটা আমি!' মৃদুস্বরে
বললে নিয়েকিয়া, ভোরের
আঁধারে সে এসে দাঁড়াল
নাইনাসের সামনে। নাইনাস জিজ্ঞেস
করলে:
'আমায় বিয়ে করবে
নিয়েকিয়া?'
'করব নাইনাস,' —
নিয়েকিয়ার কথা প্রায় শোনাই
যায় না। কিন্তু তক্ষুনি
সকাল হয়ে এল, দেখা
দিল সূর্যের কিনারা।
নাইনাস চেঁচিয়ে বললে:

'আমার পথ চেয়ে থেকো
নিয়েকিয়া!'
বলে একেবারে উধাও হয়ে গেল।
রোজ সন্ধেয় নাইনাস
আর তার ভাইয়েরা আসত
নিজেদের বাড়িতে,
রোজ সন্ধেয় তারা খেলা জমাত
আকাশে, আর ভোর হতেই
উড়ে যেত। নাইনাসকে
বললে নিয়েকিয়া:
'যেও না নাইনাস!
আমার সঙ্গে অন্তত একদিন
থেকে যাও!'
'উপায় নেই,'
বললে নাইনাস, 'সাগর পারে
আছে আমার আসমানী লড়াই।'
ভাবতে লাগল নিয়েকিয়া,
কী করে নাইনাসকে রাখা যায়।
হরিণের চামড়া দিয়ে সে
পর্দা সেলাই করল,
রুপোলী সুতো
দিয়ে তাতে
তুলল ছায়াপথের নক্সা
আর বড়ো বড়ো তারা,
টাঙাল সেটা ঘরের
ছাতের নিচে।

রাতে তার যোদ্ধাদের সঙ্গে
এল নাইনাস। আমোদ করল তারা
আকাশে, খেলা জুড়ল,
তারপর শুতে গেল। অঘোরে
ঘুময় নাইনাস, আর থেকে থেকেই
চোখ মেলে, দেখে
উপরে কালো আকাশ আর
ছায়াপথ, তার মানে এখনো রাত,
ওঠবার সময় হয় নি।
ঘুম ভেঙে গেল নিয়েকিয়ার।
বেরিয়ে এল বাইরে,
তবে ভুলে গেল
দরজা বন্ধ করতে। নাইনাস
চোখ মেলতেই দেখে, দরজার
বাইরে জ্বলজ্বলে সকাল,
নীল আকাশে সূর্যকে
টেনে আনছে ভালুক।
লাফিয়ে বেরিয়ে এল নাইনাস,
ডাকাডাকি করলে ভাইদের।
কিন্তু তখন সূর্যের চোখে
পড়ে গেল সে।
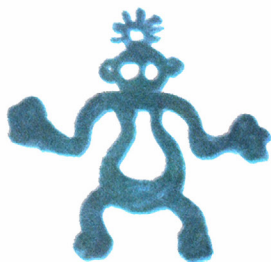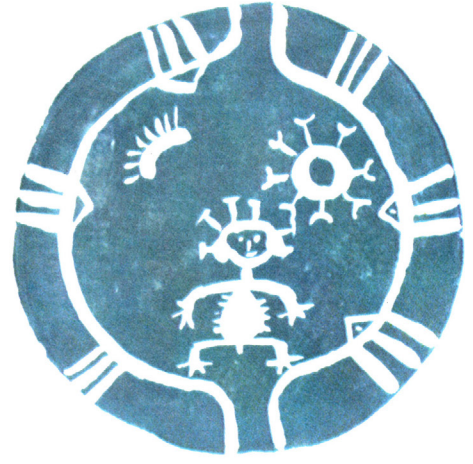
তাপ ছড়িয়ে সূর্য
তাকে চেপে ধরল মাটিতে।
নিয়েকিয়া তখন ছুটে গেল
তার বাগ্‌দত্তের কাছে,
নিজের শরীর দিয়ে সে তাকে
সূর্য থেকে আড়াল করলে।
উঠে দাঁড়িয়ে নাইনাস
জ্বলজ্বলে ছায়া হয়ে ওপরে
মিলিয়ে গেল।
আর সূর্য নিয়েকিয়ার
বেণী ধরে আগুনে চোখে
তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে,
ডাকতে লাগল ছেলে
পেইভালকেকে।
‘মেরে ফেললেও আমি
পেইভালকেকে বিয়ে করব না!’
কেঁদে ফেলল নিয়েকিয়া।
সূর্য তখন নিয়েকিয়াকে
ফিরিয়ে দিলে চাঁদ-মায়ের কোলে।
চাঁদ-মা তাকে সেই
যে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল,
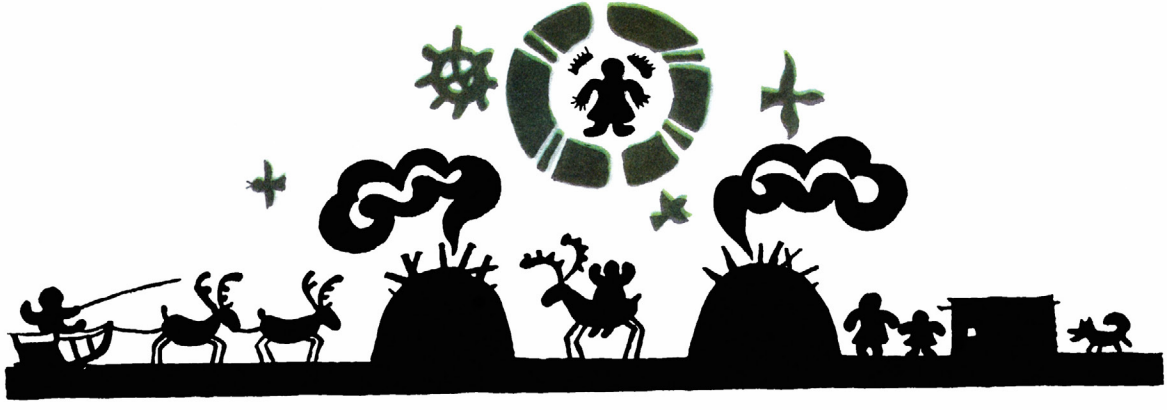
আজও তা ছাড়ে নি।
চাঁদের বুকে নিয়েকিয়ার
ছায়া দেখতে পাও না?
সমুদ্রের ওপরে জ্বলজ্বলে
একফালি আকাশের দিকে

চেয়ে থাকে নিয়েকিয়া,
মেরুজ্যোতিদের লড়াই হয়
যেখানে,
চোখ আর ফেরাতে
পারে না।